বিশ্ব জুড়ে প্রভাতফেরি

আজাদ আলম

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের প্রাঙ্গণ ছেড়ে, অমর প্রভাত ফেরি,
ধুলো মাখা পায়ে অতিক্রম করে রাঙ্গা শিমুল বাড়ি।
চাদর গায়ে আমিনুর স্যার আসেন, কাঁথা গায়েবনমালী
হাটেন পিছনে আম জনতার সাথে,হাতে শিমুল ফুলের ডালি।
দেশের সীমানা ছেড়ে মাঠ,সমুদ্র,পাহাড় পাড়ি দিয়ে,
প্রভাত ফেরি উপনিত হয় দক্ষিন মেরু প্রান্তরে গিয়ে।
প্রবাসী বাঙালি সারা রাত জেগে গাঁথে বর্ণফুলের মালা,
ভোর না হতেই শহীদ মিনারে যেতে মন থাকে উতলা।
গোটা চত্তরে নানান মানুষ, যে যেই জাতি বাবর্নেরই হোক
সবাই রয়েছে হেঁট মাথায্,চোখের মনিতে ভাই হারানোর শোক।
কেউ এনেছে চেরী ফুল সাথে কেউ বা অর্কিডের তোড়া,
রক্ত গোলাপ, বেলী ফুল দিয়ে কাহারো আঁজলা ভরা।
কিযে শিহরন মনে, গোটা বিশ্ব আজ গাইছে প্রভাত ফেরি,
“আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো দিন আমি কি ভুলিতে পারি!”
কৃষ্ণবর্ণের ছেলেটি অবাক বিস্ময়ে জাপানীজ মেয়েটিকে বলে,
“ভাষার জন্য রক্ত দিল যারা, তাঁরা কোন রত্নগর্ভার ছেলে”!
শ্বেতকায় ডেভিডের অটল বিশ্বাস,“যে ভাষা বিশ্ব করেছে জয়,
স্বর্গেও যে সেই ভাষার রাজা,নেই কোনদ্বিধা নেই সংশয়,
যে বেহেস্তে শুয়ে আছেনশহীদ সালাম ওমা রাফিজা খাতুন,
হয়তঃ তারদ্বারে লেখা আছে বাংলায়, আপনিভিতরে আসুন”।
বিদেশী বন্ধুর সুভাষিত শ্রদ্ধাঞ্জলী,বিগলিত মনোভাব,
আমার অন্তরকেউদ্বেলিত করে দৃঢ় হয় মনের খোয়াব।
“যতদিন রবে মানুষে মানুষে কথা বিনিময়, ভাবের আনাগোনা
ততদিন জ, আ, ল দিয়ে চলমান রবে, শব্দের জাল বোনা”।

আমি বোধ হয় কবি হবো

আজাদ আলম

জোর গুজব কারখানায়
ক্যাশ খেয়েছে শুকর ছানায়
ভুত ঢুকেছে শর্ষে দানায়
মাল ডুবেছে কচুরি পানায়
কাজের অর্ডার বন্ধ প্রায়
চাকুরি বুঝি সবার যায়
চাকূরি গেলে কিই বা খাব
ক টাকাই বা পেনশন পাব
কি নিয়েই বা ব্যস্ত রবো
কোথায়গিয়ে আড্ডা দিব
সাহস রাখি এই মনটাতে
ছাটাই হলে কিই বা তাতে
লিখবো ছড়া দিনে রাতে
শব্দ রবে ভাতের পাতে
হরিলুটের হোতারা সবে
বাক্য বানে অক্কা পাবে
শব্দ চোটে ভিমরী খাবে
লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাবে
মিথ্যাবাদী আর মস্তানেরা
হবে তখন দিশেহারা
দেখবে চোখে দিন তারা
কাব্য দিয়ে করবো সারা
আছে যত অন্ধ গোঁড়া
ভেসে যাবে জঞ্জালেরা
শুদ্ধ হবে নিখিল ধরা।

আমি সেই শব্দ শুনি...

রফিক হক

বৈঠার শব্দ শুনি,
নৌকার নীচে দুষ্টু ঢেউ গুলি খেলা করে-
আমি সেই শব্দ শুনি ।
বাবা বলেন মাঝী, তুশখালি আর কতদূর ?
ঘাটে গিয়াই ফজরের নামাজ পরমু স্যার,
আপনে ঘুমান, জানালো মাঝী ।
আবার সেই বৈঠার শব্দ শুনি,
নৌকার নীচে দুষ্টু ঢেউ গুলি খেলা করে যায়,
আমি তার শব্দ শুনি ।
ছইয়ের ভেতর ঘুমন্ত মা-এর
শরীরে স্নেহময় উষ্ণতা,
মা-এর গা-ঘেঁষে শুয়ে
আমি তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনি ।
নিঃশব্দ-নিঝুম রাত, খালের পাড়ে
ঝি-ঝি পোকারাও ডেকে ডেকে
যেন ক্লান্ত, অবসন্ন ।
ক্লান্তি নেই শুধু মাঝির শক্ত মুঠোয়
বৈঠাটার, বিরামহীন-নিষ্ঠুর,
শত-শতাব্দীর উজান ঠেলে
এগিয়ে চলে নৌকাটা,
বৈঠার ঘায়ে ভেঙ্গে পরে ঢেউগুলি-
আমি যেন তার কান্নার শব্দ শুনি ।।

১৪ জানুয়ারী, ২০১৩

তারুণ্যই পারে

তুষার রায়

তারুণ্য পারে
শুধু তারুণ্যই পারে
দানবের কালো থাবা উড়িয়ে দিতে
নিমেষ ফুঁৎকারে।
তারুণ্য পারে
শুধু তারুণ্যই পারে।

তারুণ্য পারে ভেঙে দিতে বিষদাঁত
যা পারেনি কেউ আগে,
তারুণ্য পারে নির্মূল করতে
হায়েনা দানব
বিদ্রোহী শাহবাগে।

তারুণ্য পারে
শুধু তারুণ্যই পারে
প্রতিবাদে বারুদের মতো জ্বলে উঠতে,
তারুণ্যই পারে
প্রেমিকের মুখের হাসির জন্য
স্নিগ্ধ গোলাপ হয়ে ফুটতে।

তারুণ্য পারে
শুধু তারুণ্যই পারে
ভেঙে দিতে স্বৈরাচারের ভিত
হোক সে যতই শক্ত,
তারুণ্যই পারে ভাষার দাবীতে
ঢালতে বুকের রক্ত।

তারুণ্য পারে
শুধু তারুণ্যই পারে
হতে আপোষহীন মুক্তিপাগল,
তারুণ্য পারে লাথি মেরে ভাঙতে
বাধার যতো আগল।

তারুণ্য পারে
শুধু তারুণ্যই পারে
লড়তে বেহিসেবী দুর্বার লড়াই
তারুণ্যই পারে ভেঙে দিতে
অত্যাচারী পাকসেনাদের বড়াই।

তারুণ্য জানেনা আপোষ
লুকোচুরি বাহানা
তারুণ্য দেয় দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা
শত্রুশিবিরে সম্মিলিত হানা।

তারুণ্য পারে
শুধু তারুণ্যই পারে।
বায়ান্ন থেকে একাত্তর
তারুণ্যের জয়যাত্রা,
প্রজন্ম চত্বরে সে তারুণ্য এসে
পেল নতুন মাত্রা।

তারুণ্য পারে
শুধু তারুণ্যই পারে
ছিনিয়ে আনতে অধিকার -
তারুণ্য নেয় কলঙ্কমোচনের দায়ভার,
রফিক-শফিক-সালামের মতোই
তারুণ্য এ যুগে -নূর হোসেন
ব্লগার রাজীব হায়দার।

তারুণ্য ফোটে এই ফাগুনে
লাল কৃষ্ণচূড়ার শাখায়
বর্ণমালা হয়ে ওড়ে তারুণ্য
কোকিল-শ্যামার পাখায়।

তারুণ্য পারে
শুধু তারুণ্যই পারে
ক্রান্তিকালে জাতিকে দেখাতে পথ,
একই সূত্রে গেঁথে মিলাতে সব
গড়ে জাতীয় ঐক্যমত।

তারুণ্য পারে
শুধু তারুণ্যই পারে,
তারুণ্য করেছে অতীত ইতিহাস
উজ্জ্বল-গৌরবময়,
এ তারুণ্যই দেখাবেআলো আগামীর পথে
ঘুচিয়ে আঁধার, বিভেদ-সংশয়।

ক্যানবেরা, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

অপরূপা ফিজি

এম এ জলিল

প্রকৃতিক সৌন্দয্যে সজ্জিত ফিজি
প্রথম দর্শনেই-
আমি তার প্রেমে মজি ।
যেদিকেই তাকাই
সবুজে ঘেরা আর সমুদ্র দেখে-
দু'নয়ন জুড়াই ।
অসংখ্য কৃষ্ণচুড়া সারি-সারি
মুগ্ধ হয়ে রক্তরাঙা ফুল দেখি তারি ।
বিজয় দিবসে
প্রবাসে এ ফুল দেখা-
প্রবাসে নয়, যেন স্বদেশে থাকা ।
শুনে কল কল ধ্বনি সাগরে
মনে হয় সুরের মিষ্টি ঝংকার-
এসে প্রবেশ করে মোর কর্ণগোহরে ।
আহারে, যতশুনি মিটেনা আশ মোর
ভাবী, কিভাবে সাগর তুলে
এমন সুমধুর-সুর ।
ভাবনার ঘোরে আমি ছিলাম আনমনে
চকিতে চেয়ে দেখি-
পাহাড় লুকাচ্ছে মেঘের আড়ালে ক্ষণে-ক্ষণে ।
ফিজির সবচেয়ে বড়ধন
ফিজির মানুষের ভালবাসা
তাঁদের উদার-সুন্দর মন ।

ফিজিতে অবকাশ যাপনকালে ১৬/১২/১২ তে রচিত

E-mail : mohammad.jalil@yahoo.com

জনতার রায়

মীর সাদেক হোসেন

বিষে নীল আমার হৃদয়,
সারা দেহে ক্ষত।
মুক্তির-দাবী ছাড়ব না আমি
বেলা গড়াক না যত।

কিছু হবেনা এদের দিয়ে,
অথর্বরা সুধান মত।
তারাই কহেন হচ্ছেটা কি,
মনের মাঝে বাঁধে জট।

পারবি তোরা ? দেখিয়ে দিতে,
আমরা পারিনি হায়।
বজ্র কণ্ঠে নবীন বলে
জনতা দিয়েছে সায়।

দিন গেল, ধরনী ঘুর্‌ল,
পেরুল মাইল শত।
মুক্তির-দাবী মেটেনি এখনো,
আর অপেক্ষা কত।

শান্তির কথা বলেন জেঠ্যু,
দেন যে কিসের ডাক?
কাজে কর্মে প্রমাণ মেলে,
উনি শয়তানেরও বাপ।

ভাল মানুষের মুখোশে জেঠ্যু,
বোঝাত পাঁচ-সাত।
ধূর্ত জেঠ্যু, ক্ষেপেছে জনতা,
ভন্ড নিপাত যাক।

ছাড়ব না হাল, নগরী উত্তাল।
মুক্তি সংগ্রামে ব্রত।
বিষে নীল আমার হৃদয়,
দেহ ক্ষত-বিক্ষত।

২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩, দুপুর ১২:০০,
সিডনী, অস্ট্রেলিয়া